কৃষিই সমৃদ্ধি

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৪ ❑ মে-জুন ❑ ২০২১ খ্রি. ❑ ১৮ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ❑ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
ড. অমিতাভ সরকার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি
উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. এ কে এম মুনিরুল হক
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ জিয়াউল হক
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সচিব
সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com
সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান
প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০
মুদ্রণে: প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও) জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। এ সংস্থাটি বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের জন্য সুসংবাদ, বাংলাদেশ এশিয়া অঞ্চল থেকে ৩ বছরের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছে। আগামী ২০২২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ এ সংস্থার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া, বাংলাদেশ এফএও'র ক্রেডেনশিয়াল কমিটিরও সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছে। এফএও'র চলমান ৪২তম কনফারেন্সে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এবং এফএও'র সদর দপ্তর রোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের যৌথ প্রচেষ্টায় এ সম্মান অর্জন করা সম্ভব হয়। মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে এবারের সম্মেলন ভার্চুয়াল মাধ্যমে ১৪-১৮ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের ২য় দিন ১৫ জুন দুপুরের অধিবেশনে ঢাকা থেকে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 'স্টেট অব ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচার (SOFA)'-তে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন। বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নয়নে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। আর এ অগ্রগতিতে বিএডিসি অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। বিএডিসি'র বীজ, সার ও সেচের যৌথ কার্যক্রম বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন তথা খাদ্য উৎপাদনের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশে এখন কোনো খাদ্যাভাব নেই, বরং বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত দ্রব্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে। সম্প্রতি বিএডিসি'র মাধ্যমে ডায়মন্ট জাতের আলু মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ভেতরের পাতায় ....

বাংলাদেশে খাদ্য ও কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে রয়েছে : কৃষিমন্ত্রী.................................... ০৩
আম ও কৃষিপণ্য রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিশোধন কেন্দ্র বসানোর উদ্যোগ বিএডিসি'র........................০৪
বিএডিসিতে মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত.............০৫
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের প্রয়াস: প্রেক্ষিত সুবর্ণচর খামার শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত............ ০৬
সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপসহকারী প্রকৌশলী, মেকানিক/সহকারী মেকানিকদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত...০৭
বিএডিসিতে বীজ প্রক্রিয়াজাতরণ ও সংরক্ষণ বিভাগের আয়োজনে অফিস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত......... ০৮
বরিশালে ভূ-উপরিস্থ পানির যৌক্তিক ব্যবহার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত... ০৯
প্রয়াত প্রকৌশলী সাজ্জাদ হোসেন ভূঞার স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত............................ ১০
জলাবদ্ধতা দূরীকরণে লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি.. ১১
পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং বিএডিসির করণীয়...১৩
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি... ১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশে খাদ্য ও কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে রয়েছে : কৃষিমন্ত্রী

সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)'র ৪২তম সম্মেলনে 'স্টেট অব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার' অংশে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বাংলাদেশে খাদ্য ও কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নয়নে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০ বছর আগে ১৯৯৯-২০০০ সালে এ সরকারের আগের আমলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে ও বর্তমান সরকার এ আমলেও তা ধরে রেখেছে। মাথাপিছু আয় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ফলে খাদ্যে মানুষের প্রবেশযোগ্যতা সহজতর হয়েছে। এছাড়া, বিগত দশকে অপুষ্টি দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী গত ১৫ জুন ২০২১ তারিখে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও),র ৪২তম সম্মেলনে 'স্টেট অব ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচার' অংশে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে এ কথা বলেন। মাননীয় মন্ত্রী সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি এ সম্মেলনে সংযুক্ত হন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, চলমান কোভিড-১৯ এর শুরুতেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সরবরাহ অব্যাহত রাখা ও দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনতে নানামুখী প্রণোদনা প্রদান করেন। এছাড়া, কৃষিখাতে করোনার প্রভাব মোকাবিলায় ৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। ফলে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা ও নির্দেশনায় দেশে কৃষির উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহের ধারা অব্যাহত থাকে এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, করোনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ১১ লাখ রোহিঙ্গাও দেশে রয়েছে। যা আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তিনি এসময় উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

কোভিড-১৯ এর কারণে ভার্চুয়ালি ১৪-১৮ জুন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারের সম্মেলন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ঢাকা থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্মসচিব জনাব তাজকেরা খাতুন, উপসচিব জনাব আলী আকবর ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব জনাব বিধান বড়াল অংশগ্রহণ করেছেন। ইতালির রোম থেকে অংশগ্রহণ করছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব শামীম আহসান ও ইকনমিক কাউন্সিলর জনাব মানস মিত্র।

মাননীয় মন্ত্রী জানান, খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৬তম এশিয়া এ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্স (এপিআরসি-৩৬) ২০২২ সালের মার্চের ৮-১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করতে তিনি এফএও দেশসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য, গত বছর এপিআরসি'র ৩৫তম সম্মেলনে বাংলাদেশ ৩৬তম সম্মেলনের আয়োজক হিসাবে মনোনীত হয়।

আম ও কৃষিপণ্য রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিশোধন কেন্দ্র বসানোর উদ্যোগ বিএডিসি'র

আম ও সবজিসহ উৎপাদিত নানা ধরণের কৃষিপণ্যের পরিশোধন কেন্দ্র বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে বিএডিসি

বাংলাদেশ থেকে কয়েক বছর ধরে ইউরোপের দেশগুলোতে আম রফতানি হচ্ছে। বিদেশের বাজারে চাহিদা রয়েছে দেশের সতেজ সবজিসহ অন্যান্য কৃষিপণ্যেরও। কিন্তু এসব পণ্যের গুণগতমানের কারণে অনেক সময় বাজার ধরতে হিমশিম খেতে হয় ব্যবসায়ীদের। আবার অনেক সময় পণ্যে পোকামাকড়, রোগবালাই কিংবা জীবাণুর উপস্থিতি থাকে। এসব কারণেও বিভিন্ন সময় রফতানি চালান বাতিল হয়। সেজন্য আম ও সবজিসহ উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মান বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)। এজন্য পণ্য পরিশোধনে সংস্থাটি বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ-সংক্রান্ত একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, বিএডিসি'র এ প্রকল্পের নাম 'আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষিপণ্যের রফতানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন।' প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৮৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে রাজধানীর গাবতলীতে ২ হাজার ৫০০ বর্গমিটার আয়তনের জায়গা নিয়ে এ বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্লান্টে দৈনিক ৬০ মে.টন সতেজ কৃষিপণ্য পরিশোধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া বছরে ১০ হাজার মে.টন আম এ প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করা হবে। মূলত আমের মৌসুমে ফলটির রফতানি উপযোগী ও মান বাড়ানোর জন্য এ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বছরের বাকি সময়ে প্রায় ২৫ হাজার মে.টন সবজি এ প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন ও রোগজীবাণু মুক্তকরণ করা সম্ভব হবে।

সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সতেজ কৃষিপণ্য মোড়কজাত করার জন্য একটি অটো কনভেয়ার প্যাকেজিং লাইন নির্মাণ করা হবে। ফলে রফতানিযোগ্য কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটবে। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফল ও সবজিতে প্রাকৃতিকভাবেই কিছু ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শূককীট এবং বিভিন্ন পোকামাকড়ের ডিম থাকে। বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং এদের ডিম ধ্বংস করা হবে। এছাড়া এ প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে এসব সতেজ কৃষিপণ্যের সংরক্ষণকালও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশের রফতানিযোগ্য আমসহ বিভিন্ন সতেজ পণ্যের প্রতি বিদেশী আমদানিকারকরা আরো আগ্রহী হবে। ফলে বৈদেশিক রফতানি বৃদ্ধির সুযোগ আরো বৃদ্ধি পাবে।

বিএডিসির কর্মকর্তারা বলছেন, বিদেশে বাংলাদেশের সুস্বাদু আমের বেশ চাহিদা রয়েছে। তবে এসব পণ্য রফতানির উপযোগী করে সেভাবে প্রক্রিয়াজাত হয় না। ফলে পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় বা দ্রুত পঁচে যায়। যে কারণে বিদেশী ক্রেতারা পণ্য আমদানিতে আগ্রহ দেখান না। কিন্তু এ প্লান্টের মাধ্যমে যদি এসব সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহলে দ্রুতই বিদেশের বাজারে আমসহ বিভিন্ন ফল ও সবজির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি অটো কনভেয়ার প্যাকেজিং লাইন নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের রফতানিযোগ্য কৃষিপণ্যের মোড়কজাত প্রক্রিয়ারও মানোন্নয়ন ঘটবে।

বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্টের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে রয়েছেন বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের যুগ্মপরিচালক ড. মো. মাহবুবে আলম। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সম্পর্কে তিনি বলেন, বাষ্প তাপ প্রয়োগ বা ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট প্লান্টটের মাধ্যমে আম বা যেকোনো সবজিতে যে পোকামাকড় বা সেগুলোর ডিম আছে, সেটাকে ধ্বংস করে দেয়া যাবে। সাধারণত দেখা

আম ও কৃষিপণ্য রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিশোধন কেন্দ্র বসানোর উদ্যোগ বিএডিসি'র

যায় আমের উপরে কিছু ছত্রাক থাকে। সেগুলো আমকে পঁচিয়ে ফেলে। সেই ছত্রাকগুলোকে মেরে ফেলার ক্ষমতা এই বাস্প তাপ ট্রিটমেন্টের রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এ মেশিনগুলো জাপানি প্রযুক্তিতে প্রস্তুত। জাপানিরাই প্রথমে এটি ব্যবহার শুরু করেছে। সেটিই বাংলাদেশে ব্যবহার শুরু করার জন্য এ প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে।
প্লান্টটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করে এ কর্মকর্তা বলেন, এর ফলে আম বা অন্যান্য সবজির সংরক্ষণকাল কমপক্ষে ১৫ দিন বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই আমদানিকারকদের কাছে আমাদের পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারেও ট্রিটমেন্টকৃত ফলের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এতে করে রফতানির পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরেও একটি বাজার সৃষ্টি হবে।
এ প্লান্ট বাস্তবায়ন করা গেলে বিদেশের বাজারে আম ও সবজিসহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের চাহিদা বহুগুণ বাড়বে বলে মনে করেন বিএডিসি'র মনিটরিং বিভাগের প্রধান জনাব মোঃ আ. ছাত্তার গাজী। তিনি বলেন, এটা আপাতত ঢাকায় স্থাপন করা হবে। পরবর্তী সময়ে রাজশাহী ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে এই প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। মূলত আমসহ বিভিন্ন রফতানিযোগ্য ফল এই প্লান্টের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হবে। তবে প্রাথমিকভাবে আম টার্গেট করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের সবজির বিদেশে বড় বাজার রয়েছে। এসব সবজি এখানে রফতানিযোগ্য করা হবে। বিদেশী ক্রেতাদের কাছে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করে এসব কৃষিজাত পণ্য পাঠানো হবে।

বিএডিসির চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার এ বিষয়ে বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা আম ও শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করব। এর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে আমরা চাষীদের এ আমগুলো ট্রিটমেন্ট করে দেব। এছাড়া বিদেশে পাঠানোর জন্য যে প্যাকেট করা হয়, সেটিও আমরা করে দেব। মোড়কজাতের প্রক্রিয়াটা হবে অটোমেটিক মেশিনে। সেখানে হাতের স্পর্শ ছাড়াই সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, যারা রফতানিকারক রয়েছেন, তারা যেন আমাদের কাছ থেকে প্রক্রিয়াজাত আম সরাসরি রফতানির জন্য পাঠাতে পারেন।

সংকলিত: দৈনিক বণিক বার্তা
তারিখ: ১৯ জুন, ২০২১

বিএডিসিতে মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ শীর্ষক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বীজ ভবনে মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ শীর্ষক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭-৮ জুন ২০২১ তারিখে বিএডিসি'র গাবতলী বীজ পরীক্ষাগারে মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার। সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ ইব্রাহিম হোসেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব তপন কুমার আইচ, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সিডিপি ক্রপস) জনাব মোঃ রাজেন আলী মন্ডল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবির হোসেন। প্রশিক্ষণে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইংয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, আলু আমাদের দেশে অনেক জনপ্রিয় ফসল। সংরক্ষণের অভাবে অনেক আলু নষ্ট হয়। বিদেশে ভাতের পরিবর্তে আলু খায়। আমাদের বিদেশে রপ্তানিযোগ্য নতুন জাতের আলু বীজ উৎপাদন করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব জাতগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। বিএডিসি'র নামে আলুর ১০ টি জাত ছাড়করণের চেষ্টা চলছে। নতুন জাতগুলোর উৎপাদন বেশি হওয়ায় তা কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে।

“জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের প্রয়াস: প্রেক্ষিত সুবর্ণচর খামার” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২০ জুন, ২০২১ তারিখে “জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের প্রয়াস: প্রেক্ষিত সুবর্ণচর খামার” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শীর্ষক প্রকল্প এ কর্মশালার আয়োজন করে। ভার্চুয়াল এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএডিসি’র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক।

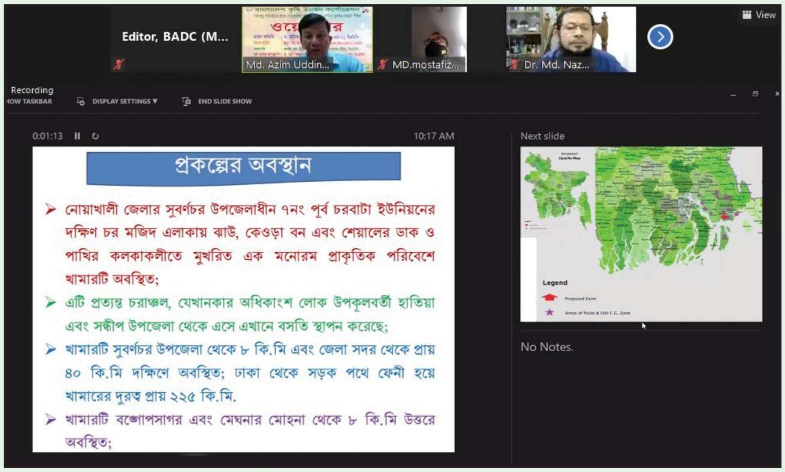

ওয়েবিনারে স্বাগত ভাষণে প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আজিম উদ্দিন

এ কর্মশালা উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওয়েবিনারে “জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের প্রয়াস: প্রেক্ষিত সুবর্ণচর খামার” শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএডিসি গবেষণা সেলের যুগ্মপরিচালক ড. মোঃ নাজমুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি’র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সামনের সারির একটি দেশ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ কারণে উপস্থাপিত প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল নিমজ্জিত হয়ে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। লবণাক্ত পানি বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের ফসল ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হতে পারে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নোয়াখালীর সুবর্ণচরের এই প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জুম ক্লাউড প্লাটফর্মে আয়োজিত এই ওয়েবিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি’র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। বিএডিসি’র মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ ইব্রাহিম হোসেনের সভাপতিত্বে উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর মুক্ত আলোচনা সঞ্চালনা করেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান ড. সোহেলা আক্তার, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক গাজী মোঃ মহসিন, ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, নোয়াখালীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দিন চৌধুরী।

এ ছাড়াও উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও সুবর্ণচর প্রকল্প বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থপনা ও উপকরণ) জনাব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, বিএডিসি’র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ) জনাব মোঃ আরিফ হোসেন খান, নোয়াখালী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোঃ আখতার হোসেন প্রমুখ।

বিএডিসি নোয়াখালী অঞ্চলে উন্নত জাতের ডাল ও তৈলবীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় ৩৫০০.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি/২০১৪ হতে জুন/২০১৮ মেয়াদে “নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৬.৭৪ একর আয়তন বিশিষ্ট খামার ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপসহকারী প্রকৌশলী, মেকানিক/সহকারী মেকানিকদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ-২০২১ অনুষ্ঠিত

গত ১৬ জুন, ২০২১ তারিখে সেচ ভবনস্থ বিএডিসি অডিটোরিয়ামে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প আয়োজিত উপসহকারী প্রকৌশলী, মেকানিক/সহকারী মেকানিকদের ৩ দিনব্যাপী ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এবং সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান ও প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ শাহাবউদ্দিন তালুকদার অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। এর আগে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের আওতায় সার্ভার স্টেশন এবং এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানের পানির স্তর ও লবণাক্ততার পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করেন।

উপসহকারী প্রকৌশলী, মেকানিক/সহকারী মেকানিকদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ-২০২১ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

'মুজিববর্ষে বিএডিসি কৃষির সেবায় দিবানিশি'

খাদ্য নিরাপত্তায় পানির ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৪ জুন, ২০২১ তারিখে বিএডিসি'র ময়মনসিংহ সেচ ভবন সম্মেলন কক্ষে ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খাদ্য নিরাপত্তায় পানির ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব শাহাব উদ্দিন তালুকদার, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পূর্বাঞ্চল জনাব মোঃ আব্দুল করিম ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পশ্চিমাঞ্চল জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। বিএডিসি'র বীজ, সার ও সেচ দপ্তরের দপ্তর প্রধানগণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ময়মনসিংহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান। মূখ্য আলোচক হিসেবে মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মোঃ নূরুল হক, ডিন, কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলী মুহাম্মদ বদরুল আলম।

'খাদ্য নিরাপত্তায় পানির ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান

বিএডিসিতে বীজ প্রক্রিয়াজাতরণ ও সংরক্ষণ বিভাগের আয়োজনে অফিস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিএডিসি’র উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় কৃষি পুলের বিভিন্ন বিভাগের ত্রিশ জন কর্মকর্তার (৪র্থ-৯ম গ্রেড) দুই দিনব্যাপী অফিস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ ও ১৭ জুন, ২০২১ তারিখে বিএডিসি’র কৃষি ভবনস্থ সেমিনার হলে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অফিস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন বিএডিসি’র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

১৬ জুন ২০২১ তারিখে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বিএডিসি’র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার। প্রশিক্ষণের শুরুতেই সংস্থার চেয়ারম্যান উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত আচরণ (Etiquette), এসডিজি (SDG), এপিএ (APA), শুদ্ধাচার ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রথম দিনে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সরকারের সাবেক সচিব ও বিএডিসি’র প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার। দ্বিতীয় দিনে দাপ্তরিক পত্র লিখন/প্রেরণ, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ, গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে করণীয়, আর্থিক ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা এবং দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্স পরিচালক হিসেবে ছিলেন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিভাগের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস) জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে।

বিএডিসি’র গ্রন্থাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করলেন সংস্থার চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার গত ২৫ মে ২০২১ তারিখে বিএডিসি’র জনসংযোগ বিভাগের অধীনে থাকা গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আবক্ষ ম্যুরাল ও সুসজ্জিত বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করেন।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিনন্দন ও সুসজ্জিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক ২৩৬ টি ঐতিহাসিক, স্মৃতিচারণমূলক ও গবেষণাভিত্তিক দুর্লভ বই রয়েছে। সম্পূর্ণ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায় থাকা বঙ্গবন্ধু কর্নার এর অন্যতম আকর্ষণ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের উপর নির্মিত একটি টেরাকোটা। এছাড়া কর্নারে বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা সময়কে ফ্রেমে বাঁধানো কিছু দুর্লভ ছবিও রয়েছে ।

এর আগে বিএডিসির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে সংস্থার চেয়ারম্যান গ্রন্থাগারে অবস্থিত ভাস্কর শ্যামল সরকারের হাতে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ম্যুরাল পর্যবেক্ষণ করেন। বিএডিসির গ্রন্থাগারে দেশি বিদেশি বিভিন্ন জার্নালসহ কৃষি, সাহিত্য, ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দর্শন, যুক্তি, প্রযুক্তি, জনপ্রশাসন, আইন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, দপ্তর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ক প্রায় ২৬ হাজার বই রয়েছে। বিএডিসির চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার সমৃদ্ধ এ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন। এসময় বিএডিসি’র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বরিশালে ভূ-উপরিস্থ পানির যৌক্তিক ব্যবহার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

বরিশালে 'জলবায়ুসহিষ্ণু ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পানির যৌক্তিক ব্যবহার' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিনভর বরিশাল নগরীর সাগরদী ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের হলরুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'স্মল হোল্ডার এগ্রিকালচারাল কমপিটিটিভনেস প্রকল্পের' উদ্যোগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আইউব আলী।

সেমিনারে ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠুব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে চলমান প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দেন প্রধান অতিথি বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার।

বিএডিসির সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ তাওফিকুল আলম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফি উদ্দিন এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন।

এছাড়া ঝালকাঠী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল হক, পটুয়াখালী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব একেএম মহিউদ্দিন, বরিশাল বিএডিসি'র নির্বাহী প্রকৌশলী চঞ্চল কুমার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এএফএম শাহাবুদ্দিন এবং সাংবাদিক রাহাত খান সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে অতিথিরা বলেন, এক কেজি ধান উৎপাদন করতে ৩ হাজার থেকে ৩ হাজার ২শ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। গত ১০ বছরে বরিশাল অঞ্চলে ৩৫ হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। আগামী দিনে ধানের উৎপাদন বাড়াতে ভূ-উপরিস্থ পানির সদ্ব্যবহারের বিশেষজ্ঞরা। ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে 'স্মল হোল্ডার এগ্রিকালচারাল কমপিটিটিভনেস প্রকল্প' বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিউটিট, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং কৃষকসহ ৫০ জন ব্যক্তি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসিতে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিএডিসি'র নবম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ই-ফাইল ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের চার দিনব্যাপী ই-নথি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৬ জুন ২০২১ তারিখ হতে ৯ জুন ২০২১ পর্যন্ত চার কর্মদিবস এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণে প্রশাসন, অর্থ, ও প্রকৌশল পুলের ১৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। মনিটরিং বিভাগের আইসিটি সেলের উদ্যোগে বিএডিসি'র কৃষি ভবনস্থ আইসিটি ল্যাবে হওয়া এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকবৃন্দ ই-নথি পরিচিতি, বাংলা টাইপিংসহ ই-ফাইল ব্যবস্থাপনার নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রয়াত প্রকৌশলী সাজ্জাদ হোসেন ভূঞার স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রয়াত প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভুঞার স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

বিএডিসি'র কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রয়াত প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভুঞার স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভুঞা বিএডিসি'র 'পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প' এর প্রকল্প পরিচালক ছিলেন।

শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার। বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে শোকসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. একেএম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এবং সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রয়াত প্রকৌশলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভুঞার স্মৃতিকে স্মরণ করে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার বলেন, প্রকৌশলী সাজ্জাদ হোসেন ভুঞার আকস্মিক প্রয়াণ আমার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কষ্টদায়ক একটি ব্যাপার। পটুয়াখালীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় সাজ্জাদের সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আন্তরিক ও মেধাসম্পন্ন একজন আদর্শ কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে পরিবার ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। সাজ্জাদ অত্যন্ত দক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন বলেই বিএডিসি'র সবচেয়ে বড় প্রকল্পের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয়। প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করতে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হতেন তিনি। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমাদের সবার সচেষ্ট হতে হবে। তাঁর পরিবারের পাশে বিএডিসি দাঁড়াবে।

শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে সাজ্জাদ হোসেনের কর্মজীবনের নানা স্মৃতি স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পশ্চিমাঞ্চল জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পাবনা সার্কেল জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব পলাশ হোসেন, সিবিএ সভাপতি জনাব মনিরুল ইসলাম সোহেলসহ বিএডিসি'র বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, বিএডিসি'র নির্বাহী প্রকৌশলী ও পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলার ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভূঞা এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ২৭ মে ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৩ (তিন) কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানিয়ে এক শোকবার্তায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভুঞার মত সজ্জন ও চৌকস কর্মকর্তার অকাল মৃত্যুতে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাভিভূত। তিনি চাকুরিকালে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কৃষিক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিএডিসি পরিবার তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক পরম করুণাময়ের কাছে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে।

জলাবদ্ধতা দূরীকরণে লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি

প্রকৌশলী মো: জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ), বিএডিসি

বাংলাদেশ নদ-নদী, খাল-নালা, ঝর্ণা, হাওর, বাওর-বিল ও পুকুর-জলাভূমির দেশ। এ দেশে রয়েছে ৩২০ (প্রায় ২৪,১৪০ কি.মি.) নদ-নদী, ৪২৩ (প্রায় ৭.৮৪ লক্ষ হেক্টর) হাওর, প্রায় ৬৩০০ টি বাওর-বিল এবং অসংখ্য পুকুর-জলাশয়। খাল-নালার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগ/সংস্থার সাথে যোগাযোগে জানা যায়, দেশব্যাপী এর সংখ্যায় প্রায় ১০ হাজারেরও অধিক এবং যা কিলোমিটারে প্রায় ৫০ হাজারের অধিক খাল-নালা রয়েছে। খাল-নালা বিষযে মতামত এরকম-একটি খাল-নালা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এছাড়াও সারাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে মৌসুমী জলাবদ্ধতা এলাকা রয়েছে, যা নির্দিষ্ট সময় পর শুকিয়ে যায়। এতে কোনো প্রকার মৎস্য অভয়াশ্রম নেই। উক্ত জলাবদ্ধতার কারণে কৃষকের পক্ষে সঠিক সময়ে বীজ বপণ বা চারা রোপণ এবং অনেক সময় মাঠের উঠতি ফসলও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে সঠিক সময়ে বীজ বপণ বা চারা রোপণ করা সম্ভব না হলে ফসলের ফলনের পার্থক্য হয়ে থাকে। ফলে কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং দেশ খাদ্য ঘাটতিতে পরিণত হয়।

দেশে কৃষি মৌসুম ৩টি যথা- ১) খরিপ-১, ২) খরিপ-২ ও ৩) রবি এবং প্রতিটি মৌসুম সময়াবদ্ধ। যেমন-খরিপ-১ মৌসুম মধ্য মার্চ হতে মধ্য জুলাই, খরিপ-২ মৌসুম মধ্য জুলাই হতে মধ্য নভেম্বর এবং রবি মৌসুম মধ্য নভেম্বর হতে মধ্য মার্চ পর্যন্ত। পৃথিবীতে হাজার বছর পূর্ব হতে খাল-নালা খনন/পুন:খনন/সংস্কারের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও সরকারিভাবে বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগ/সংস্থা অথবা স্থানীয় জনগণ নিজ উদ্যোগে খাল-নালা খনন/পুন:খনন/সংস্কারের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করে অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত এবং এক ফসলী জমিকে দুই/তিন ফসলী জমিতে রূপান্তর করে আসছে। খাল-নালা খনন/পুন:খনন/সংস্কারের বিকল্পপন্থায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নিজস্ব উদ্ভাবনী লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

অতিবৃষ্টি বা বন্যার কারণে কোনো স্থানে পানি জমে অর্থাৎ স্থানটি জলে আবদ্ধ থাকলে তাকে জলাবদ্ধতা এলাকা বলা হয়ে থাকে। এসকল জলাবদ্ধতা সাধারনত দুই কারণে হয়। যেমন-১) প্রাকৃতিক সৃষ্ট জলাবদ্ধতা ২) মনুষ্য সৃষ্ট জলাবদ্ধতা। পৃথিবীর ভূ-কম্পন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদ-নদী, উহার শাখা-প্রশাখা ও খাল-নালার গতি পথ পরিবর্তন এবং মোহনায় পলি ভরাট হওয়ার কারণে যে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃতিক সৃষ্ট জলাবদ্ধতা বলে। আপরদিকে বিভিন্ন বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা/ব্যক্তি নিজ নিজ পরিকল্পিত ও অপরিকল্পত বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমুলক কার্যক্রম যেমন-রাস্তা ঘাট, হাট বাজার ও বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামো/স্থাপনা

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ভূ-গর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে নিস্কাশন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ

নির্মাণের ফলে বিভিন্ন স্থানে যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় তাকে মনুষ্য সৃষ্ট জলাবদ্ধতা বলে। সাধারনত বড় আয়তনের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য খাল-নালা খনন/পুন:খনন/সংস্কারে প্রয়োজনীয় খাল-নালা পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে দেশে কৃষি জমি দিন দিন হ্রাস, খাল-নালা পলি ভরাট/কৃত্রিমভাবে ভরাট করে কৃষি/অন্যান্য কাজে ব্যবহার এবং জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কম আয়তনের জলাবদ্ধ এলাকার জন্য খাল-নালা খনন/পুন:খনন/সংস্কারের জমি পাওয়া যায় না এবং খাল-নালা খনন/পুন:খননে জমিরও অপচয় হয়। এছাড়াও প্রতিবছর পলি পড়ে ও তীর ভাঙ্গনের ফলে পাঁচ হতে সাত বছরের মধ্যে খাল-নালাটি ভরাট হয়ে যায়। এ সমস্যা সমাধানে বিএডিসির সেচ বিভাগের নিজস্ব উদ্ভাবিত লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফলতা পাওয়া গেছে। বিএডিসির নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রযুক্তিটি হলো ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করে আবাদি জমিতে রূপান্তর করা।

বিএডিসির নিজস্ব উদ্ভাবনী লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তিতে জলাবদ্ধ এলাকাটি প্রতিষ্ঠিত জরিপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জরিপ করে মোট নিস্কাশিত পানির পরিমাণ, পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি প্রবাহের গতি পথ, পানি নির্গমনের স্থান ও পাইপ স্থাপনের ঢালুতা এবং স্বাভাবিক গতিতে নিস্কাশিত পানির পরিমাণ নিণর্য় করা হয়। ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে জলাবদ্ধ এলাকার নিস্কাশিত পানির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে পাইপের দৈর্ঘ্য, ডায়ামিটার, এয়ার ভেন্টের সংখ্যা এবং পাইপ লাইন পরিস্কার করার জন্য পিটের সংস্থান রাখা হয়। উক্ত জলাবদ্ধ পানি প্রবাহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে পাইপের আদর্শ বিনির্দেশনা (Standard Specification) তৈরি করা হয়, যাতে প্রবাহিত পানির চাপে ভূগর্ভস্থ পাইপ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। অপরদিকে, আগাম বন্যার পানিতে উঠতি ফসল যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের ইনলেট

অথবা আউটলেটে স্লুইস গেইট বা কপাট এবং যাতে কোন প্রকার ময়লা-আবর্জনা প্রবেশ করতে না পারে সে লক্ষ্যে ইনলেট ও আউটলেটে নেট ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জলাবদ্ধ এলাকার পানি ইনলেটে প্রবেশের জন্য বড় আকারে পিট এবং আউটলেটের ভাঙনরোধে আরসিসি ব্লক স্টাকচার স্থাপন করা হয়ে থাকে। ভূগর্ভস্থ পাইপটির ডায়ামিটারের ওপর ভিত্তি করে তা নির্দিষ্ট গভীরতায় স্থাপন করা হয়। ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন পদ্ধতিতে খাল-নালা খনন/পুন:খননের ন্যায় কোন আবাদী জমির অপচয় হয় না। অপরদিকে ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের স্থায়িত্বকালও অনেক বেশি। তাই উদ্ভাবনীটি জলাবদ্ধতা দূরীকরণে লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি। অপরদিকে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য স্থাপিত ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন পরিচালনার নিমিত্ত সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ (Water User Group) গঠন করা হয়। উক্ত গ্রুপ অর্থাৎ সুবিধাভোগীগণ নিজ উদ্যোগে ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন মেরামত, সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে থাকে। পরবর্তীতে বিএডিসি শুধু ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের কারিগরী সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের মেয়াদে বিএডিসির মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৮৭১২ কিলোমিটার খাল-নালা খনন/ পুন:খনন/সংস্কারের মাধ্যমে সারাদেশে ১,২৯,৯৯০ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রায় ৭৫,১০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করে আবাদি জমিতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে যে সকল এলাকায় খাল-নালা নেই বা খাল-নালা খনন/পুন:খনন/সংস্কার করা সম্ভব নয়, সে সকল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য বিএডিসি'র উদ্ভাবিত লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৪.৪২ কি.মি. বিভিন্ন ডায়ামিটার (১ ফুট হতে ২ ফুট) এর ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে যথাক্রমে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় হরিপুরে ১৫০ হেক্টর, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার চররমণী মোহনে ২০০ হেক্টর, ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় টাংগাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার হাতিবান্ধায় ২৫০ হেক্টর এবং বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার সদর উপজেলায় নীলের পাড়ায় ৫০ হেক্টর অর্থাৎ মোট প্রায় ৬৫০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা সম্ভব হয়েছে। খাল-নালা খনন/পুন:খনন না করায় কোন আবাদী জমি অপচয় হয় নি। দেশের বিভিন জেলায় বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃষকগণ উপকৃত হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এ কাজে বিএডিসি প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে। তাই আগামীতে ছোট আকারের জলাবদ্ধ এলাকাসমূহ বর্ণিত লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি গ্রহণ করে জমির অপচয়রোধ, স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমিতে রূপান্তর এবং এক ফসলী জমিকে দুই/তিন ফসলী জমিতে পরিণত করা হবে বলে আশা করি।

কৃষিবিদ জনাব আনন্দ চন্দ্র দাসকে ''দৈনিক বাংলাদেশের আলো'' পত্রিকা থেকে গুনীজন সম্মাননা ও অভিনন্দন পত্র প্রদান

গত ২৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ ''দৈনিক বাংলাদেশের আলো'' পত্রিকার ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৮ মার্চ, ২০২১ তারিখে বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কুমিল্লায় বিএডিসি'র যুগ্মপরিচালক (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র) এবং যুগ্মপরিচালক (সার) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত কৃষিবিদ জনাব আনন্দ চন্দ্র দাসকে ''দৈনিক বাংলাদেশের আলো'' পত্রিকা এর পক্ষ থেকে ২০২০ সনের জন্য গুনীজন সম্মাননা ও অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়।

জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস লকডাউনের মধ্যেও বছরব্যাপী দেশের খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক উপকরণ যথা ভালো বীজ ও সার কার্যক্রমের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কুমিল্লা অঞ্চলের বীজ ও উদ্যান উইং এবং সার ব্যবস্থাপনা উইং এর যাবতীয় কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালনসহ ক্ষুদ্র সেচ উইং কার্যক্রমেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছেন। তিনি কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কুমিল্লা বীজ ও সার দপ্তরের স্বাভাবিক কাজকর্মের পাশাপাশি সকল দপ্তরের বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন, কুমিল্লা, সিলেট ও নোয়াখালী

সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কৃষিবিদ আনন্দ চন্দ্র দাস

অঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরের চাক্ষুষ যাচাই কার্যক্রম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্মশালা/ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ফেনী জেলার পাঁচগাছিয়া খামার ও কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি সার গুদামে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে নিজ উদ্যোগে বিনামূল্যে খাদ্য ও কোভিড-১৯ এর সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং বিএডিসির করণীয়

কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের একটি ছোট দেশ। এটি পরিবর্তিত জলবায়ুর বিবেচনায় বর্তমানে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ১৬০৮.৫১ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য ১৪৭৫.৭০ লক্ষ হেক্টর এলাকা যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ (১০৯০ জন/বর্গকিমি.) দেশের মধ্যে অন্যতম (বিবিএস, এআইএস ওডিএই) এবং মাথাপিছু ০.০৫৩ হেক্টর আবাদি জমি আছে যা বিশ্বে সর্বনিম্ন। বাংলাদেশে ৯০ এর দশকে ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হতো। ৯০ পরবর্তী সময়ে পাট চাষের এলাকা কমতে কমতে ৪.০-৪.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে নেমে আসে। বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকেরা নায্য মূল্য পাচ্ছে। ফলে কৃষক আবার পাট চাষে উৎসাহিত হচ্ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ ২০১০-২০১৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ৭-৮ লক্ষ হেক্টরে পৌঁছে গেছে। ডিএই এর সূত্রমতে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭.২১ লক্ষ হেক্টর জমির বিপরীতে ৮.১৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে এবং ৯১.৭২ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয়েছে। পাটের আঁশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পূর্বে যেখানে ১২ লক্ষ হেক্টর জমি থেকে ৬০-৬৫ লক্ষ বেল পাট পাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে ৭-৮ লক্ষ হেক্টর জমি থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থাৎ প্রায় ৮৪ লক্ষ বেল পাট পাওয়া যায়। তাছাড়া বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী এবং পাট ও পাটপণ্য রপ্তানিকারক দেশ।

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ এবং এর অর্থনীতি মূলত কৃষি খাতের উপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে জিডিপি'তে কৃষি ১৪.২২ ভাগ অবদান রাখে। প্রকৃতিগতভাবেই বাংলাদেশে কৃষি কাজের জন্য উর্বর মাটি রয়েছে। স্বাধীনতার বছর ১৯৭১ সালে কৃষি জমির ফসলের নিবিড়তা ছিল ১৪৮%। এখন ফসলের নিবিড়তা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কৃষি ও সাধারণ বিশেষজ্ঞরা কৃষির ভার্টিক্যাল সম্প্রসারণে সচেষ্ট হওয়ার ফলে বর্তমানে দেশে ফসলের নিবিড়তা ১৯৪% (এআইএস, ডিএই, ২০১৮)। ফলে পাট চাষের জমিও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রায় ৪৩.৫০% শ্রমিক কৃষি কাজের সাথে জড়িত এবং মোট জনসংখ্যার ৭৬.৫০% তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আংশিক বা পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশের কৃষকেরা আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ নয়। ফলে, কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নয়ন অর্জিত হয়নি। তাছাড়া আজ পর্যন্ত এ দেশের কৃষি উৎপাদন প্রকৃতি নির্ভর। প্রতি বছর প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিশাল এলাকার শস্যের ক্ষতি হয়। একদিকে জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে অপরদিকে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে নতুন নতুন স্থাপনা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষি ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। কৃষি আদমশুমারি অনুযায়ী ৬৪% গ্রামবাসী ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষি। সে কারণে, সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের

বাংলাদেশ সরকারের সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে পাটখাতের সোনালী সম্ভাবনার দ্বার পুনরায় উম্মোচিত হয়েছে

জনগণের কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

বর্তমান সময়ে, বাংলাদেশ সরকারের সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে পাটখাতের সোনালী ঐতিহ্যের সোনালী সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচিত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ বিপর্যয়কারী কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, পাশাপাশি পাটের মতো প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া জাতিসংঘ ২০০৯ সালকে প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ হিসাবে ঘোষনা করায় বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পাটের বাধ্যতামূলক ব্যবহারের ফলে ২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে ৮৮.৯৯ লক্ষ বেল কাঁচা পাট উৎপাদন হয় এবং ১৬.৩৯ লক্ষ বেল পাট রপ্তানির মাধ্যমে ১৩৪২.৭২ কোটি টাকা আয় হয়। আবার একই বর্ষে ৯.৮৩ লক্ষ মে.টন পাটজাত পণ্য উৎপাদন করে ৮.০৪ লক্ষ মে.টন রপ্তানির মাধ্যমে ৬৪৩০.৬০ কোটি টাকা আয় হয়।

বীজ হলো কৃষির মৌলিক উপকরণ এবং ফসল চাষের জন্য একমাত্র জীবিত উপকরণ। ভালো মানের বীজ যে কোন ফসলেরই অধিক ফলন নিশ্চিত করে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০% বৃদ্ধি করতে পারে। পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানসম্পন্ন পাট বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বাংলাদেশের পাট খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতি বছর আমাদের দেশে পাট উৎপাদন মৌসুমে প্রায় ৫.০০-৬.০০ হাজার মে.টন বীজের চাহিদা থাকে। এই চাহিদার বিপরীতে মাত্র মোট চাহিদার ১৫-২০% পাট বীজ স্থানীয়ভাবে সরবরাহ করা হয় এবং ৪.৫০-৫.৫০ হাজার মে.টন পাট বীজ ভারত থেকে আমদানি করা হয়। দেশে উৎপাদিত পাট বীজের অধিকাংশই

দেশী জাতের পাট বীজ। এক্ষেত্রে প্রত্যেক পাট চাষি পরিবার কর্তৃক রবি মৌসুমে ফসলী মাঠের বর্ডার ক্রপ হিসাবে নাবী পাট বীজ উৎপাদনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাট বীজের চাহিদা অভ্যন্তরীণভাবে মিটানো সম্ভব। ফলে দেশ মানসম্পন্ন পাট বীজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

বিএডিসি'র তোষা পাটের একটি প্রদর্শনী প্লট

ডিএই তথ্য মতে, গত ০৫ বছরে পাটবীজ আমদানির অনুমোদন ও প্রকৃত আমদানির চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

উৎপাদন বর্ষ	পাটবীজ আমদানির অনুমোদন (মে.টন)			পাটবীজের প্রকৃত আমদানি (মে.টন)		
	তোষা	কেনাফ/ মেস্তা	মোট	তোষা	কেনাফ/মেস্তা	মোট
২০১৫-১৬	৫৫০০	১১০০	৬৬০০	৪১৩১	৫৯৩	৪৭২৪
২০১৬-১৭	৫০০০	১১০০	৬১০০	৪৫৯৮	১০৯৭	৫৬৯৫
২০১৭-১৮	৫১০০	১২০০	৬৩০০	৪১০২	৯০৯	৫০১১
২০১৮-১৯	৫১০০	১২০০	৬৩০০	৩৮৮৮	৯৪৬	৪৮৩৪
২০১৯-২০	৫৪২৫	১৩০০	৬৭২৫	৪০৪৬	৪৪৭	৪৪৯৩

বাংলাদেশে পাটবীজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা রয়েছে। গত ০৫ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ পাটবীজ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ৩২ নং স্মারকে নিম্নরূপ সানুগ্রহ অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে-"ভবিষ্যতের জন্য পাটবীজ দেশে উৎপাদনের পদক্ষেপ নিতে হবে। সমগ্র দেশে পাট গবেষণার মাঠ রয়েছে"।

ইতোমধ্যে এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য একটি রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। রোড ম্যাপ অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা পাট-৮ জাতের প্রত্যায়িত শ্রেণির ১৩,৫০০ মে.টন পাটবীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। কৃষক পর্যায়ে পাটবীজের চাহিদা এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের কথা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছে। এই বিশাল পরিমাণ পাটবীজের চাহিদা পূরণের জন্য বিজেআরআই প্রকল্প মেয়াদে ২.৭০ মে.টন প্রজনন বীজ বিএডিসিকে সরবরাহ করবে।

বিএডিসি তার ০২টি ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন খামারে ১৮০ মে.টন ভিত্তি শ্রেণির পাটবীজ উৎপাদন করবে। যা থেকে বিএডিসিকে তার পাটবীজ বিভাগের চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ১৩,৫০০ মে.টন প্রত্যায়িত শ্রেণির বিজেআরআই তোষা পাট-৮ উৎপাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের নিকট থেকে প্রতি কেজি ২৫০/-টাকা হিসেবে প্রত্যায়িত শ্রেণির পাটবীজ সংগ্রহ করা হবে এবং ১৫০/-টাকা ভর্তুকী দিয়ে কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিএডিসিকে লীড এজেন্সি করে এবং ডিএই ও বিজেআরআইকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে। বিএডিসি চারটি বিভাগের ১৩টি জেলার ৫৯টি উপজেলায়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের ছয়টি বিভাগের ২০টি জেলার ৫০টি উপজেলায় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের ছয়টি বিভাগের ৪৩টি জেলার ১৯৮টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

বাংলাদেশে বিগত ছয় বছরের পাটবীজের ব্যবহার সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

উৎপাদন বর্ষ	দেশী পাট		তোষা পাট		কেনাফ		মোট	
	জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)
২০১৫-১৬	৪৫,০০০	৭১,৬৪০	৬,৪৫,০০০	১২,৩৯,৩০০	৩৫,০০০	৪৯,৮৬০	৭,২৫,০০০	১৩,৬০,৮০০
২০১৬-১৭	৪১,০০০	৭১,৬৪০	৬,৫৬,০০০	১৩,৪৮,৯২০	৩৯,৮০০	৬৩,৫৪০	৭,৩৭,৬০০	১৪,৮৪,১০০
২০১৭-১৮	৩৭,৪০০	৫৯,৬৩৪	৬,৭৫,৫০০	১৪,৭৬,৯০০	৪৫,৩০০	৬৪,৪৪০	৭,৫৮,২০০	১৬,০০,৯৭৪
২০১৮-১৯	৩১,৮০০	৫০,০৯৪	৫,৭৭,৬০০	১২,২৬,৮৮০	৪১,৪০০	৬২,১৫৪	৬,৫০,৮০০	১৩,৩৯,১২৮
২০১৯-২০	৩২,১০০	৪৪,০৮২	৫,৮৬,৫০০	১১,২৪,৮০২	৪৬,৯০০	৫৮,৫০০	৬,৬৫,৫০০	১২,২৭,৩৮৪
২০২০-২১	৩২,৫০০	৫২,৯৪৩	৬,৪০,০০০	১৩,৬৫,১২০	৪৭,৫০০	৭২,৬৭৫	৭,২০,০০০	১৪,৯০,৭৩৮

গত ০৬ বছরে বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন শ্রেণি ও জাতের পাট বীজের পরিমাণ নিম্নরূপ-

উৎপাদন বর্ষ	দেশী পাট বীজ				তোষা পাট বীজ				সর্বমোট
	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	মানঘোষিত	মোট	ভিত্তি	প্রত্যায়িত	মানঘোষিত	মোট	
২০১৫-১৬	২১.৭৭	৫০০.০০	০	৫২১.৭৭	২৯.১৭	২৮৭.৯৯	০	৩১৭.১৬	৮৩৮.৯৩
২০১৬-১৭	২০.৪৮	৩৯৬.৫১	৫৩.৮৯	৪৭০.৮৯	৩১.৬৭	৩২৬.২৭	৫.৫২	৩৬২.৯৫	৮৩৩.৮৪
২০১৭-১৮	১৭.৯০	১৭১.১৯	৪৫.১৪	২৩৪.২২	৩৮.৪৯	৪৪৫.১০	৬১.৪৩	৫৪৫.০১	৭৭৯.২৩
২০১৮-১৯	২০.২১	২২১.০৯	২৫.৮৪	২৬৭.১৩	১৩.৩৬	০	১২.৮১	২৬.১৭	২৯৩.৩০
২০১৯-২০	২০.২৫	৪০০.০১	০	৪২০.২৫	২৩.১৮	৩৫৬.০৫	১২.৭০	৩৯১.৯৩	৮১২.১৮
২০২০-২১	১০.১৮	৩৫০.০০	০	৩৬০.১৮	২৯.৮২	৫.০০	৫৬৫.০০	৫৯৯.৮২	৯৬০.০০

এ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, এমপি সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেন, অন্যের ওপর নির্ভরশীল না থেকে পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা পাটবীজের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারি না। আমরা পাটবীজের উৎপাদন বাড়াব। পাট চাষকে এ দেশের চাষিদের কাছে লাভজনক ফসলে উন্নীত করব। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য পাটের অসাধারণ ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আবার ফিরিয়ে আনব।

সর্বোপরি বলা যায়, বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাংলাদেশ এখন একটি প্রতিশ্রুতিশীল দেশ। অনেক কঠিন কাজকে শ্রম ও মেধা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতির চরম শিখরে। কাজেই পাটবীজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুশাসন এবং সম্মানীত কৃষিমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ও বিএডিসির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের চাহিদা মোতাবেক তোষা জাতের পাটবীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ভবদহ অঞ্চলে এবার ৪ হাজার হেক্টর জমিতে বোরোর ভাল ফলন

বিএডিসি'র সেচের পানি নিষ্কাশন

মনিরামপুরের নেহালপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যন কামরুজ্জামান ৪ বছর পর দুই একর জমিতে বোরোর আবাদ করেছেন। ফলনও ভাল পেয়েছেন। তিনি বলেন, বিএডিসি সেচের সহযোগিতায় তার মতো ইউনিয়নের প্রায় ৮শ কৃষক এবার বোরো উৎপাদন করতে পেরেছেন। এর আগে জলাবদ্ধতার কারণে কেউ ফসল আবাদ করতে পারত না। শুধু কামরুজ্জামান নন, যশোরের দুঃখ ভবদহ অঞ্চলে এবার ৪ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে, যা থেকে প্রায় ১৬ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে।

২০২০ সালের নভেম্বর মাসে বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ বিভাগ) যশোর ৫৭ হর্স ক্ষমতাসম্পন্নসহ ১৭০ টি সেচযন্ত্রের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে এলাকার বিল কেদারিয়া, বিলকাপালিয়া, মানুষ মরার বিল, আড়পাতাবিল, বিলখুকশিয়া এলাকায় চলতি বোরো মৌসুমে প্রায় ৪ হাজার হেক্টর জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে।

বিএডিসি যশোরের সহকারী প্রকৌশলী জনাব সোহেল রানা জানান, জলাবদ্ধ এলাকায় প্রত্যেক্ষভাবে আরও ২৭ টি বিল এবং পরোক্ষভাবে আরও ২৬ টি বিলের পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় জলাবদ্বতা সৃষ্টি হয়। এতে ভবদহ এলাকার ২৩ টি ইউনিয়নের ২১৮ টি গ্রাম এবং ৩৩০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক লাখ ৮৫ হাজার মানুষ জনাবদ্ধতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। জলাবদ্ধ এলাকায় অধিকাংশ স্থানে কোন ফসল উৎপাদন হয়নি, মানুষের বাড়িঘর, স্কুল কলেজ, মসজিদে প্রায় সারাবছরই পানি জমা থাকত। ফলে চাষাবাদ ও মৎস্য চাষ কোনটাই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মানুষের অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

বিএডিসি যশোরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল রশিদ জানান, আগামী বছরে আরও বৃহৎ আকারে কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে অতিরিক্ত ৭ হাজার হেক্টর জমি চাষের আওতায় এনে ফসল ফলানো সম্ভব হবে এবং এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নসহ আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি। বিলকাপালিয়ার কৃষক আফজাল হোসেন জানান, আমাদের এলাকায় সারাবছরই পানিতে ডোবা থাকত। কেউ ফসল আবাদ করতে পারত না।

সংকলিত: দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ : ১৭ মে ২০২১

পেঁয়াজ বীজ বাল্ব উৎপাদন কলাকৌশল' শীর্ষক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২০২১ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) পাবনা অঞ্চলের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে পেঁয়াজ বীজ বাল্ব উৎপাদন কালাকৌশল শীর্ষক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ জুন, ২০২১ তারিখে কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন বিএডিসি পাবনার আয়োজনে মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্পের অর্থায়নে ডাল ও তৈলবীজ ভবন, টেবুনিয়া, পাবনার প্রশিক্ষণ কক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

পেঁয়াজ বীজ বাল্ব উৎপাদন কলাকৌশল' শীর্ষক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ (মামবীউপ্রবি) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জামিলুর রহমান। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুন্দর পরিবেশে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়।

'বিএডিসি'র বীজ বপন করুন অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউশের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষরোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হচ্ছে শ্রাবণ মাস। আসুন চাষি ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

শ্রাবণ মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপন শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৪৯, বিনা ধান৪৯, বিনা ধান৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরন বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা= ৭০ঃ২০ঃ৩২ঃ১৮ঃ২। ইউরিয়া ছাড়া বাকী সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। শ্রাবণেই আউশ ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউশ কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট: পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে উচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কাণ্ড ১৫-২২ সে.মি. করে কেটে কাদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩টি কুঁড়ি থাকে।

শাক-সবজি: গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকলে নিস্কাশনের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এ সময় সীমের বীজ লাগানো যায়। তাছাড়া তাপসহনশীল মূলার বীজও এ মাসে রোপণ করা যায়।

বৃক্ষরোপণ: আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা রোপণ বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিস্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবী জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায়। নাবী জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৪৬ অন্যতম।

পাট: ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলিয়ে তাতে আঁশ গুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবী পদ্ধতিতে পাট বীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল: এ মাসের মধ্যে মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপণ করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ-৬, বিনামুগ-৫, বারিমাস-৩, বারি সয়াবিন-৬ উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সবজি: আগাম শীতকালীন সবজির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা তৈরি করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া ও দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বপন করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টির তোড় থেকে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য: সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজে গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।

৫ জুন ২০২১ তারিখে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার গণেশ্বরী নদীতে নির্মিত রাবার ড্যাম পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকারসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র গ্রন্থাগার পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

রাজধানীর গাবতলীতে মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ শীর্ষক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

বিএডিসি'র কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রয়াত প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভুঞা স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য প্রদান করছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক

বিএডিসি'র কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রয়াত প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভুঞা স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ-বি১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল

বিএডিসি'র সেমিনার হলে আয়োজিত অফিস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কৃষিপুলের কর্মকর্তাদের একাংশ

মিরপুরের গাবতলীতে বিএডিসি'র টিস্যুকালচার ল্যাব পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকারসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকারসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

রাজধানীর গাবতলীতে বিএডিসি'র বীজ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

বিএডিসি'র কাশিরপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে উৎপাদিত আম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।